যুগান্তর

তারিখ 03 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

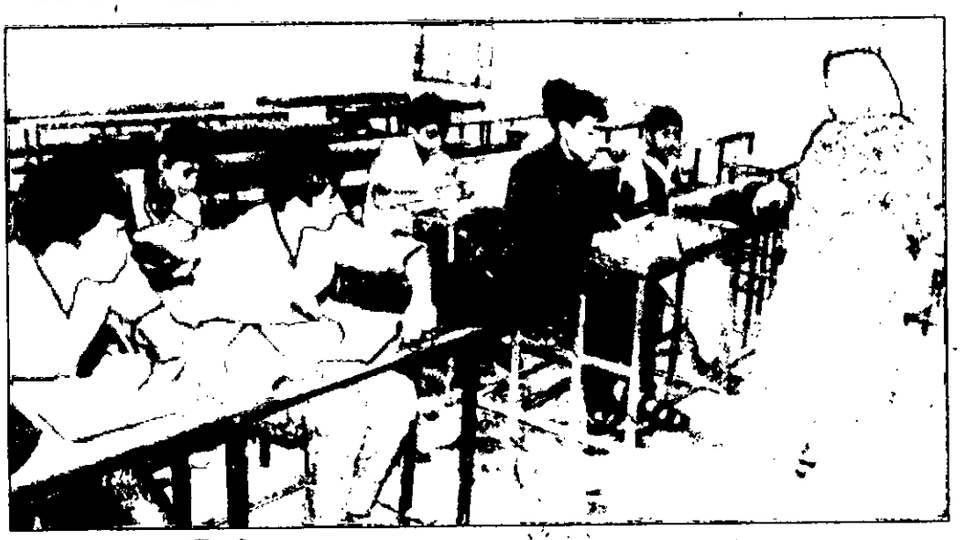

ময়মনসিংহে চরাঞ্চলে দুই বাহিনীর দ্বন্দ্বের কারণে খেয়া পারাপার বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে পারছে না। মহিলা সমিতি উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছবি

শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ ৪ মাস

অমিত রায়, *ময়মনসিংহ ব্যুরো*

ব্রহ্মপুত্র নদে বালু উত্তোলন আর আধিপত্য নিয়ে দুই বাহিনীর দ্বন্দ্বের জেরে প্রায় চার মাস ধরে কাছারিঘাট খেয়া পারাপার বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছে চরাঞ্চলের চার ইউনিয়নের (চর ঈশ্বরদিয়া, চর সিরতা, পরানগঞ্জ ও বোররচর) লাখো মানুষ। বন্ধের উপক্রম হয়েছে চরাঞ্চলের দুই থেকে আড়াই হাজার শিক্ষার্থীর শহরের স্কুল-কলেজে লেখাপড়া। চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে চরাঞ্চলের ৩০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যাতায়াতও। বন্ধ রয়েছে ওপারের ভাড়ায়চালিত দুই শতাধিক মোটরসাইকেলের ব্যবসা। সরকারদলীয় দুই বাহিনীর দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ চরাঞ্চলবাসী। মানবিক কারণে কাছারিঘাটের খেয়া পারাপার স্বাভাবিক রাখার দাবি জানিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান ও প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন ভুক্তভোগী হাজারও শ্রেণী-পেশার মানুষ। এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার মঈনুল হক জানান, পরিস্থিতি শিগগিরই স্বাভাবিক হবে। এরই মধ্যে সেলিমের সহযোগী শাকিলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বালু উত্তোলন আর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে চরাঞ্চলের সেলিম বাহিনী ও শহর ছাত্রলীগ সভাপতি আরিফ বাহিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব আর সশস্ত্র মহড়ায় কাছারিঘাটের এপার-ওপার এবং বেড়িবাঁধ এলাকা সর্বদাই এখন আতঙ্কের জনপদ। দুই বাহিনীর ক্ষমতার বেড়াজালে ৩০ মার্চ থেকে (চার মাস) কাছারিঘাট খেয়া পারাপার বন্ধ করে দেয়ায় এতে বেকার হয়ে পড়ে ৪০টি ইঞ্জিনচালিত নৌকার মাঝি। এরই মধ্যে দুই থেকে আড়াই হাজার শিক্ষার্থী শহরের কাছারিঘাট সংলগ্ন উদয়ন সমিতি উচ্চবিদ্যালয়, ল্যাবরেটরি স্কুল, মহাখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মহিলা কলেজ, আনন্দমোহন কলেজসহ শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। এছাড়াও চরাঞ্চলের প্রায় ৩০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ শিক্ষক প্রতিদিন শহর থেকে এ কাছারিঘাট ব্যবহার করে যাতায়াত করতেন। কিন্তু দুই বাহিনীর দ্বন্দ্বের কারণে খেয়া পারাপার বন্ধ থাকায় আধা ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টায় শম্ভুগঞ্জ পাটগুদাম ব্রিজ হয়ে। যাতায়াত খরচ, দূরত্ব এবং সময় বেশি লাগার কারণে এরই মধ্যে শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যাচ্ছে। ক্লাসে উপস্থিত ও প্রাইভেট পড়তে না পারায় চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে অবহেলিত চরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। এদিকে চরাঞ্চলের তিন সহস্রাধিক দিনমজুর ও হতদরিদ্র নারী-পুরুষ শহরের বাসাবাড়িতে রান্না-বান্না এবং ঝিয়ের কাজ করে। এদের প্রতিদিন শহরে এসে যে টাকা আয় হয়, তাতে বাড়তি ৫০ থেকে ৬০ টাকা পরিবহন খরচ দিয়ে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আর্থিক সংকটে প্রতিদিন এসব নিম্নআয়ের মানুষ শহরে আসতে না পারায় বিপাকে পড়েছে বাসাবাড়ির মালিকরাও। আলমগীর মেমোরিয়াল মিন্টু কলেজের অধ্যক্ষ নীহার রঞ্জন রায় জানান, চরাঞ্চলের ৪০ থেকে ৫০ শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাস করত। কিন্তু খেয়া পারাপার বন্ধ থাকায় এখন ক্লাসে তারা অনুপস্থিত। মহাখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জিয়া উদ্দিন শাকির জানান, চরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা ৩০ কিলোমিটার ঘুরে আর পাটগুদাম ব্রিজের যানজট পেরিয়ে স্কুল-কলেজে আসতে চাচ্ছে না। শিক্ষার্থী সেতু আক্তার, সেলিনা আক্তার, রোকেয়া, তৃষা, নাজমা, শিউলী ও শরিফা জানায়, আগে বাড়ি থেকে বের হয়ে স্কুলে আসতে আধা ঘণ্টা সময় লাগত। এখন লাগছে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা। স্কুলে যেতে-আসতে ৫ ঘণ্টা চলে যাচ্ছে। ফলে প্রথম কয়েকদিন যাতায়াত করেছি। কিন্তু এখন স্কুলে যাচ্ছি না। খেয়া পারাপর স্বাভাবিক হলে যাব। কাছারিঘাটের তত্ত্বাবধায়ক কাজিম উদ্দিন কাজল জানান, খেয়াঘাটটি ১১ লাখ ৩৬ হাজার টাকায় ইজারা পায় আরিফ। এরপর আমরা পাঁচজন মিলে ঘাটটি নিয়ন্ত্রণ করি। আমাদের ৩৫টি এবং সেলিমের নিয়ন্ত্রণে ৫টি নৌকা চলত। দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের কারণে ঘাট এখন বন্ধ। এতে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। ঘাটের নৌকাগুলোও নষ্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে আরিফ ও সেলিমের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে সংযোগ পাওয়া যায়নি।